32

ভোরের কাগজ

তারিখ 01 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

সম্পাদকীয়

ভোরের কাগজ

ঢাকা মঙ্গলবার ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪০৫
১ ডিসেম্বর ১৯৯৮

ছাত্ররাজনীতির বিষবৃক্ষ

রোববার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাজনীতি ও ছাত্রসমাজ প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে দেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। রাষ্ট্রপতি তাঁর নিরপেক্ষতা ও নির্ভীক সত্যভাষণের জন্য নন্দিত। জাতির মনের কথাকে দলমতের ঊর্ধ্বে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা তাকে সবার অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রে পরিণত করেছে।

শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতির বিষময় পরিণতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে নির্মম বাস্তবতার চিত্র ফুটে উঠেছে। এই একই কথা দেশের মঙ্গলকামী মানুষ বহুবার ভেবেছেন, বলেছেন, লিখেছেন। ছাত্ররাজনীতি আজ বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ নষ্ট করেছে, শিক্ষার মানের অবনতি ঘটিয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা অসংখ্য প্রাণহানি, ব্যাপক আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ছাত্রনেতারা রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিয়ে কোটিপতি হয়েছে। সন্দেহ নেই, এর ফলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ, শিক্ষার্থীদের মানসিকতা এবং দেশের সমগ্র রাজনীতিই কলুষিত হয়ে গেছে।

কথা হলো, ছাত্ররাজনীতির অতীত ইতিহাস এবং এর কথিত উদ্দেশ্য যতোই মহৎ হোক না কেন, এখন যা ছাত্ররাজনীতির নামে চলছে তা আর চলতে দেওয়া সমীচীন কিনা। ইতিহাসের নির্মোহ পাঠ আমাদের এই শিক্ষাই দেবে যে, পৃথিবীর যেসব দেশে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে, সেখানে কোথাও এমন উগ্র ছাত্ররাজনীতি আছে বলে আমরা জানি না। বরং গণতান্ত্রিক সমাজে এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতিতে শিক্ষাজীবন হলো ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রতিটি নবীন নাগরিকের তৈরি হওয়ার সময়। উন্নত সমাজে কেউ চায় না রাজনীতির নোংরা খেলায় জড়িয়ে জীবনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়টি নষ্ট করতে।

এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, ছাত্ররা রাজনীতি করতে পারবে না। অবশ্যই পারবে। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর ছাত্ররা চাইলে সরাসরি মূল রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়েই রাজনীতি করতে পারে। কিন্তু সে রাজনীতি হবে ক্যাম্পাসের বাইরে, সমাজের মূল স্রোতের মধ্যে। ছাত্র হিসেবে নয়, নাগরিক হিসেবে সে রাজনীতি করুক। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সে হবে শুধুই একজন শিক্ষার্থী। বন্ধ যেটা করা দরকার সেটা হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের হয়ে রাজনীতি করা।

সশস্ত্র ক্যাডারদের সন্ত্রাস, হল দখল, রক্তপাত, জীবনহানি, শিক্ষার পরিবেশ বিলোপ, শিক্ষার মানের অবনতি- এ সবই এই অসুস্থ ছাত্ররাজনীতি আমাদের দিয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রামক নয়, ব্যাধিই সংক্রামক। কাজেই অবিলম্বে কিছু না করতে পারলে, রাষ্ট্রপতি যেমন বলেছেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার'- পরিস্থিতি সেদিকেই গড়াবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবকরা কেউই এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ চায় না। কিন্তু করণীয় কি? রাষ্ট্রপতি তাঁর স্বভাবসুলভ সরল স্পষ্টভাষায় এর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'দেশের মঙ্গলের জন্যই রাজনৈতিক দলগুলো যেন ছাত্রদের তাদের কবল থেকে মুক্ত করে এবং ছাত্র ও ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে।'

রাষ্ট্রপতির কথায় অনুক্ত কিছুই নেই। কিন্তু কথাকে কাজে পরিণত করাটা রাজনীতিবিদদের কাজ— যাদের শুভবুদ্ধি এবং অঙ্গীকার ছাড়া দেশে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। দেশের মানুষ চায় ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি করা বন্ধ হোক, তারা যেন রাজনীতিবিদদের সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ক্রীড়নক আর না হয়।

ছাত্র হিসেবে নয়, নাগরিক হিসেবে সে রাজনীতি করুক। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সে হবে শুধুই একজন শিক্ষার্থী। বন্ধ যেটা করা দরকার সেটা হলো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের হয়ে রাজনীতি করা।